দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

বাংলাদেশ অন হ্যাট্রিক

অনিরুদ্ধ ইসলাম

বাংলাদেশ আরেকবার দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে বিশ্বতালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তাদের ২০০২ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের এই শীর্ষস্থান লাভ করার ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিকে গেল বছর যারা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের এই তালিকা, তার দুর্নীতির ধারণাসূচক, এমনকি টিআইবি'র বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তারা এবার এই প্রতিবেদনকে স্বাভাবিক মনে করছেন। আর যারা টিআই'র এই রিপোর্ট নিয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রচারের ঝড় তুলেছিলেন তারা এখন এই অভিযোগ ঝেড়ে ফেলে দিতে তৎপর। তবে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, দুর্নীতিবাজ দেশ হিসাবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্থান লাভ এই দ্বিতীয়বারেই শেষ নয়, আগামী বছরে বাংলাদেশ একইভাবে তালিকার শীর্ষে থেকে হ্যাটট্রিক করবে। বিএনপি-জামায়াত জোট শাসনের নয় মাস বিষয়টি মোটামুটি পরিষ্কার করে দিয়েছে।

টিআই'র রিপোর্ট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) গত বুধবার জার্মানির রাজধানী বার্লিন থেকে তাদের দুর্নীতির ধারণাসূচক (করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স) ২০০০ সংবলিত এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতেও টিআই'র বাংলাদেশ চ্যাপ্টার এক সংবাদ সম্মেলনে ঐ প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ তুলে ধরে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্নীতির ধারণসূচকে গত বছর ৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্নে ছিল, এবার সেখানে আরও ১১টি দেশকে যুক্ত করার পরও বাংলাদেশের অবস্থান সেই সর্বনিম্নেই রয়ে গেছে।

গত বছরের সূচক তৈরিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে যেখানে তিনটি জরিপ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছিল, এবার সেখানে পাঁচটি জরিপ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এবার আরও দুটি জরিপে বাংলাদেশের দুর্নীতির ব্যাপকতা প্রমাণিত হয়েছে। গত বছরের জরিপগুলো হলো বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড বিজনেস এনভায়রনমেন্ট সার্ভে, বিশ্ব অর্থনীতি ফোরামের গ্লোবাল কম্পিটেটিভনেস রিপোর্ট এবং ইকনোমিক ইন্টালিজেন্স রিপোর্ট। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেট ক্যাপাসিটি সার্ভে এবং গ্লোবাল কম্পিটেটিভনেস রিপোর্টকে ঐ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তথ্যের উৎস গতবারের চাইতে বেশি।

টিআই'র এ বছরের রিপোর্টে বাংলাদেশের পরই নাইজেরিয়ার নাম থাকলেও এ বছর শীর্ষ দশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বেশ ক'টি দেশের নাম নেই। এ বছর সবচেয়ে দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে ফিনল্যান্ড ১০ নম্বরের মধ্যে ৯.৭ পেয়েছে। বাংলাদেশের স্কোর সেখানে ১০-এর মধ্যে ১.২। টিআই'র আন্তর্জাতিক দপ্তর সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিক, অবসরপ্রাপ্ত আমলা ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নেয়া পর্যবেক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনের একধিক স্বাধীন সংস্থার জরিপের ওপর ভিত্তি করে দুর্নীতির এই সূচক তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোনো দেশের শাখা কোনোভাবেই জড়িত নয়।

> নৌপরিবহন মন্ত্রী সম্পর্কিত দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ ২১৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা হারালেও তার কিছুই হয়নি। বরং নৌপরিবহন মন্ত্রী তার ঐ দুর্নীতির পক্ষে সাফাই গেয়েছেন

রাজনৈতিক বিতর্ক : উল্টো গান

টিআই'র দুর্নীতির ধারণ সূচক সংবলিত এই প্রতিবেদন গত বছর বাংলাদেশে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের বছরে এই রিপোর্টকে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী শাহ এমএস কিবরিয়া প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কেবল টিআই রিপোর্টকেই নয়, টিআই'র বাংলাদশ চ্যাপ্টারের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ উত্থাপন করেন। সংবাদপত্রের পাতায় তিনি এ নিয়ে স্বনামে কলাম পর্যন্ত লেখেন এবং তার উত্তর-প্রত্যুত্তরে বিশাল কলামযুদ্ধ পর্যন্ত হয়। শাহ কিবরিয়ার অভিযোগ ছিল যে টিআই'র বাংলাদেশ চ্যাপ্টার গঠনের মধ্যেই ষড়যন্ত্র ছিল। এবং বাংলাদেশে যারা টিআই'র সঙ্গে যুক্ত তারা সকলেই ঐ ষড়যন্ত্রের অংশীদার।

টিআই'র ২০০১ সালের রিপোর্ট প্রকাশের সময় বর্তমান ক্ষমতাসীন বিএনপি বিরোধী দলে ছিল। তারা টিআই'র এই রিপোর্টটি লুফে নেয় এবং দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এক নম্বর স্থান লাভকে আওয়ামী লীগের কারণে হয়েছে বলে বিশেষ প্রচার অভিযান চালায়। ২০০১-এর জাতীয় নির্বাচনেও টিআই'র এই রিপোর্ট বিএনপি-জামায়াত জোটের বড় ধরনের ইস্যু ছিল।

কিন্তু টিআই'র ২০০২-এর রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ার পর এই দু'দলের গানই উল্টে গেছে। আওয়ামী লীগের সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ কিবরিয়া এ বছরের টিআই'র রিপোর্ট সম্পর্কে বলেছেন যে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ বিএনপি শাসনে যা ঘটছে তা প্রত্যক্ষ করলে সাধারণ মানুষও এ কথা বলবে। শাহ কিবরিয়া বলেন, গত বছর রিপোর্ট দেখে যারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন তারা এখন বুঝবেন দুর্নীতিতে তারাই এক নম্বর।

অন্যদিকে বিএনপি সরকারের আইনমন্ত্রী টিআই'র রিপোর্টে প্রকাশিত দুর্নীতির তথ্য সম্পর্কে বলেছেন যে এটা

দ্বিতীয়বারের মত টিআই বাংলাদেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছে। এ নিয়ে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলে চলছে পারস্পরিক দোষারোপ। সাপ্তাহিক ২০০০ ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ আগস্ট ২০০২ পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত দুর্নীতির খবরগুলো সংকলিত করেছে। দুর্নীতির এই চিত্রের বাইরেও অপ্রকাশিত দুর্নীতি যে ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়। এ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশ আগামীতেও থাকবে দুর্নীতির শীর্ষে

সংকলন করেছেন : **নোমান মোহাম্মদ ও রিপন হায়দার**

৫ জানুয়ারি : সিলেটের পুলিশ কনস্টেবল শাহ আলম দুর্নীতিতে সহযোগিতা না করায় তাকে পাগল বানানো হয়েছে
৭ জানুয়ারি : আমু, নাসিম, রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা
১০ জানুয়ারি : সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে আইএমএফ প্রশ্ন তুলেছে
১১ জানুয়ারি : হুন্ডি প্রতিরোধে টাস্কফোর্স গঠন
সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার ও কর ফাঁকি তদন্তের নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী
১৪ জানুয়ারি : নাসিমের দুর্নীতি মামলায় জামিন লাভ
১৬ জানুয়ারি : নারায়ণগঞ্জে বিজেসি'র ৭ কোটি টাকার সম্পত্তি দেড় কোটি টাকায় বিক্রির অভিযোগ
২০ জানুয়ারি : ৪ হাজার কোটি টাকা কোথায় গেলো?
দুর্নীতি মামলায় আমির হোসেন আমুর জামিন লাভ
২২ জানুয়ারি : ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেখ হাসিনা ও সাবেক মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত শেষ হবে
২৩ জানুয়ারি : শেখ হাসিনার দুর্নীতি মামলার নথি সংগ্রহের অনুমতি
২৪ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করলো বিএনপি
বিএনপি আমলে দুর্নীতির তালিকা প্রকাশ করলো আওয়ামী লীগ
২৫ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগ আমলের দুর্নীতির ওপর আরও দু'টি শ্বেতপত্র আসছে
২৬ জানুয়ারি : রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ভঙ্গ করে শ্বেতপত্র প্রকাশ ন্যক্কারজনক
২৮ জানুয়ারি : পুলিশের রয়েছে চাঁদাবাজ, ডাকাত ও ছিনতাইকারী-সাবেক প্রধান বিচারপতি
২৯ জানুয়ারি : দুর্নীতিপরায়ণ গার্মেন্টস মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি।
১ ফেব্রুয়ারি : এনএসআই'র আরও ৭ কর্মকর্তা অপসারিত
৪ ফেব্রুয়ারি : শ্বেতপত্রের উদ্দেশ্য আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের হেয়প্রতিপন্ন করা
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রায় ৬০০ লোকসানি শাখা বন্ধ হচ্ছে
সাবেক গণপূর্তমন্ত্রীসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা
৫ ফেব্রুয়ারি : পিএসআই কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ
শ্বেতপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত রিট
৭ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রায়ত্ত সব ব্যাংকের ৮০০ লোকসানি শাখা বন্ধের নির্দেশ
১০ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রায়ত্ত সব প্রতিষ্ঠান বিক্রি করা হবে
১১ ফেব্রুয়ারি : আবার ফিরে এসেছে পারমিট ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন
১৮ ফেব্রুয়ারি : চোরাচালানিদের 'বার্টার ট্রেড'
১৯ ফেব্রুয়ারি : কলমানির অস্থিতিশীল বাজার, দায়ী ব্যাংকের বিরুদ্ধে তদন্ত
আমদানি শুল্ক ফাঁকির 'রোগ' এখন বেনাপোল বন্দরে
রংপুরে চামড়া ব্যবসায়ীদের দুর্দিন : ভারতীয়রা টাকার থলি নিয়ে আসছে
২৮ ফেব্রুয়ারি : আরো দু'টি বিদেশী ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে
বেসরকারি খাতে প্রদত্ত ৩৫টি জুট মিলের ২৫টিই বন্ধ
১১ মার্চ : ১৫ মার্চ থেকে সোনা মসজিদে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ
১৭ মার্চ : সুশাসনের অভাবে দেশ ২ থেকে ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে বঞ্চিত হচ্ছে
২১ মার্চ : রেমিট্যান্সের টাকা আটকে রাখায় দুই ব্যাংক কর্মকর্তা সাসপেন্ড
২৩ মার্চ : নিয়ম বহির্ভূতভাবে ১৩৯টি বিদেশী ওষুধের অনুমোদন তদন্ত রিপোর্ট দেড় বছর ধরে ঝুলে আছে।
নিয়ম ভেঙে রংপুর ক্রিকেট গার্ডেনে সাঈদীর তাফসির-মাহফিল
২৮ মার্চ : একুশে টিভির লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণা
নভো থিয়েটার নির্মাণ ॥ শেখ হাসিনা ও ৬ সাবেক মন্ত্রীসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা
২৯ মার্চ : নাসিম ও কিবরিয়াসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে ১৩১ কোটি টাকার দুর্নীতি মামলা দায়ের- টিএন্ডটি
১ এপ্রিল : চোরাচালান ও হুন্ডি আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে বড় বাধা
৫ এপ্রিল : চট্টগ্রাম বন্দরে রপ্তানির জন্য আনা ১৭০৪টি কার্টন নিয়ে রহস্য
৯ এপ্রিল : মন্ত্রীসহ ১০৮ শীর্ষ কর খেলাপিকে চট্টগ্রাম সিটি

২০০১ সালের ওপর ভিত্তি করে রচিত। আর ঐ সময় দেশে তিনটি সরকার অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বিএনপি সরকার অধিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং এর দায়ভার বিএনপি'র হতে পারে না। বিএনপি'র মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াও বলেছেন, টিআই প্রতিবেদনের চিত্র আওয়ামী লীগ আমলের। ঐ সরকারের আমলেই দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে যা থেকে মুক্তি পেতে সময় লাগবে। বস্তুত এই দুটি শাসকদল অন্যান্য বিষয়ের মতো দুর্নীতিকেও তাদের রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়ে পরিণত করেছে।

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, দ্বিতীয়বারেই শেষ নয়, আগামী বছরে বাংলাদেশ একইভাবে তালিকার শীর্ষে থেকে হ্যাটট্রিক করবে। বিএনপি-জামায়াত শাসনের ৯ মাসে বিষয়টি মোটামুটি পরিষ্কার

দুর্নীতির বাস্তবতা

আওয়ামী লীগ বা বিএনপি তাদের শাসনে দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এক নম্বর হওয়া নিয়ে যে ঝগড়াই করুক, বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশে দুর্নীতি এখন সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপক রূপ নিয়েছে যা থেকে কোনো কিছুই মুক্ত নয়। টিআই'র বাংলাদেশ চ্যাপ্টার দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবর যাচাই-বাছাই করে ২০০১ সালের দুর্নীতির যে তথ্য ভান্ডারটি তৈরি করেছে সে অনুসারে ১৩টি খাতে দুর্নীতির কারণে ঐ বছর সরকারের ১১ হাজার ২৫৬ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এই সময় যে তিনটি সরকার ক্ষমতায় ছিল তাদের সময়কাল চিহ্নিত করেই এই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ পৃথক পৃথকভাবে দেখানো হয়। টিআইবি'র ঐ তথ্য ভান্ডারের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, ২০০১ সালের প্রথম ছয় মাসে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, মাঝে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্বাচন চলাকালীন সেটা কমলেও, শেষ তিন মাস অর্থাৎ বিএনপি'র শাসনে প্রথম ছয় মাসের গড়ের কাছে পৌঁছে গেছে অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি হয়েছে। আর ২০০১-এর আট মাসের কোনো হিসাব টিআই এখনও প্রকাশ না করলেও দেশে ঘটনাবলী যা ঘটছে তাতে কারও না বোঝার কারণ নেই যে এই ক্ষতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরকেও ছাড়িয়ে যাবে।

পশুখাদ্য ও বিদ্যুৎ পরিবাহী জ্বালানি

টিআই'র আগামী রিপোর্ট কি আসছে তার জন্য বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যেই বিএনপি'র জোট সরকারের গম ক্রয় কেলেঙ্কারি ঐ সরকারের ভেতর ধরে টান দিয়েছে। কৃষককে পণ্য মূল্য সহায়তা দেয়ার জন্য সরকারি এই কার্যক্রম পর্যবসিত

কর্পোরেশনের নোটিশ
১০ এপ্রিল : আব্দুল হাই এমপির বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা, বাদীর প্রতি পুলিশ 'টাকা দাও নচেৎ বাড়ি যাও'
১৩ এপ্রিল : ধানমন্ডি থানা ঘুষের বখরা নিয়ে হাতাহাতি
১৬ এপ্রিল : আমার বিরুদ্ধে ডেনিশ অভিযোগ ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত সংবাদ সম্মেলনে কর্নেল আকবর হোসেন
১৭ এপ্রিল : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে স্বচ্ছতা নেই, পরিষদকে ব্যস্ত থাকতে হয় ঋণ পুনঃতফসিলীকরণে- সংলাপে নেতৃবৃন্দ-সিপিডি
ভুয়া কোম্পানির নামে লাখ লাখ টাকা লোপাট- লাইফ ইন্স্যুরেন্স
১৮ এপ্রিল : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৪টি দুর্নীতি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে সরকার
১৯ এপ্রিল : সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে খুলনায় শেষ মুহূর্তে টাকার ছড়াছড়ি হবার সম্ভাবনা
২০ এপ্রিল : ১৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুতর অচলাবস্থা
আওয়ামী লীগের দুর্নীতির দ্বিতীয় শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হচ্ছে
শুল্ক ফাঁকি ও বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের অভিযোগ : ৫০৬টি তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা কালো তালিকাভুক্ত বন্ড লাইসেন্স বাতিল
২২ এপ্রিল : একুশে টেলিভিশন : ৫ মে পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত
২৩ এপ্রিল : দুর্নীতিপরায়ণ কাস্টমস কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের জরিমানার বিধান হচ্ছে
২৫ এপ্রিল : ওয়াসার পানি নিয়ে কেলেঙ্কারি, জেলা বা থানা শিক্ষা অফিসারকে খুঁজলে বলা হয় স্ত্রীর বাচ্চা হবে তাই আসেননি
২৬ এপ্রিল : বায়তুল মোকাররম মসজিদের মিনার নির্মাণে অনিয়ম
২৭ এপ্রিল : ছোট ভাইয়ের সার্টিফিকেটে ১৮ বছর চাকরি, অবশেষে ধরা
৩ মে : আরো ২ কোম্পানিকে শোকজ
৪ মে : আওয়ামী লীগ আমলের দুর্নীতির তৃতীয় খন্ড শ্বেতপত্র প্রকাশ
৮ মে : এজির কর্মকর্তার ৩০ কোটি টাকার চুরি, রেকর্ড গায়েব। তদন্ত চলছে
১০ মে : মাত্র ৭টি দেশী-বিদেশী ব্যাংক আন্তর্জাতিক মানে চলছে
১২টি বীমা কোম্পানিকে আল্টিমেটাম
১৫ মে : বকেয়া ভ্যাট পরিশোধ না করলে ঝুলবে তালা
পেট্রোবাংলার বিরুদ্ধে ১৬০০ মামলা
১৬ মে : বিমানকে তেলের মূল্য পরিশোধ করতে বিপিসি'র চরমপত্র
১৯ মে : খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ও টাস্কফোর্স গঠন
তিন মাসের আল্টিমেটাম : তিতাসে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
২১ মে : সালাউদ্দিন-২ দুর্ঘটনা : তদন্ত কমিটির রিপোর্ট
২৩ মে : কৃষি ঋণ ৬০ শতাংশই খেলাপি
২৪ মে : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর- আপনারা ঠিকমতো না চললে সাংবাদিক ডেকে সব কথা বলে দেব
২৯ মে : তিন মাসের আল্টিমেটাম : বিদ্যুৎ চুরি ও সিস্টেম লস না কমালে শাস্তি
৩১ মে : প্রকল্প বাতিল : খেসারত সাড়ে ২০ লাখ ডলার
১ জুন : সড়ক ও জনপথ বিভাগের কোটি কোটি টাকা আত্মসাত চেষ্টার অভিযোগ
২ জুন : পুলিশকে 'ম্যানেজ' করে চার্জশিট থেকে নাম প্রত্যাহার
৫ জুন : বাংলাদেশে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের সুপারিশ : ব্যাংকগুলোকে সময়মত এলসির মূল্য পরিশোধের তাগিদ
৬ জুন : বছরে ৫ কোটি টাকার গ্যাস চুরির কারণ ঘুষ আর দুর্নীতি
৭ জুন : অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীতে ছেয়ে গেছে শিক্ষা ভবন
১০ জুন : বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকান্ডের ওপর অর্থমন্ত্রী নাখোশ
১২ জুন : মাপে কম জ্বালানি : দেনার দায়ে ৭টি পেট্রোল পাম্পের ডিসপেন্সিং মেশিন বন্ধ
১৪ জুন : চট্টগ্রাম ওয়াসার টাস্কফোর্স গঠন নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ
১৯ জুন : যুক্তরাষ্ট্রে লবি করার জন্য অর্থ খরচ : শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট
২১ জুন : ঘুষ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে সরকার ব্যর্থ হয়েছে- সংসদে জামায়াতের দু'এমপি
২২ জুন : '৯৬ সালে শেয়ার বাজার থেকে সোয়া ২৪ হাজার কোটি টাকা
২৩ জুন : বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের মূল হোতারা জুয়েলারি ব্যবসার আড়ালে
২৫ জুন : অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার : ১০৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা
২৬ জুন : সুরমা ইন্টারন্যশনালের সকল পাওনা বাজেয়াপ্তের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
২৭ জুন : বিগত সরকারের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে বিদ্যুৎ উন্নয়ন

হয়েছিল সরকারি দলের এমপি-নেতা-কর্মীদের হরিলুটের তামাশায়। গম সংগ্রহের সময় চলে যাওয়ার পর এবং দেশে গত বছরের চেয়ে দু' লাখ টন গম কম উৎপাদন হওয়ার পরও বিএনপি সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় ৯০ কোটি টাকা ব্যয় করে অতিরিক্ত এক লাখ টন গম কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। এবং এই সিদ্ধান্ত মাসাধিককাল মন্ত্রণালয়ে আটকে রেখে খাদ্য অধিদপ্তরকে যখন ক্রয়ের নির্দেশ দেয়া হয় তখন তারা তড়িঘড়ি করে ঐ গম কেনে এবং কৃষকের কাছ থেকে নয়, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতিটনে এমপি-নেতাদের জন্য এক থেকে দু' হাজার টাকা রেখে ভারত থেকে আমদানি করা গম দিয়ে খাদ্য গুদাম ভর্তি করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে দেখা যায় যে ঐ গম কেবল ভারত থেকেই আমদানি করা হয়নি, ঐসব গম খাওয়ার অযোগ্য পশুখাদ্য। এই পশুখাদ্য মানুষের খাবার গম হিসাবে চালিয়ে দেয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে বিমানের জ্বালানি ক্রয় ক্ষেত্রে। বিমানের জন্য আসা এই জ্বালানি কেবল মানের দিক থেকে অনুন্নতই নয়, ঐ জ্বালানি বিদ্যুৎ পরিবাহী হওয়ার কারণে আকাশেই বিমানের দুর্ঘটনা ঘটত। কিন্তু ঐ জ্বালানি বাদ দেয়া হয়নি। শাস্তি হয়নি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের। ঐ জ্বালানি কেরোসিন হিসাবে গ্রামের মানুষের কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামের মানুষ বিদ্যুৎ পরিবাহী ঐ জ্বালানি ব্যবহার করে মরলে যেন কারো আপত্তি নেই। অপরদিকে ঐ জ্বালানি যারা এনেছে তাদেরই আবার নতুন করে ঐ জ্বালানি সরবরাহের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।

২০০১-এর আট মাসের কোনো হিসাব টিআই এখনও প্রকাশ না করলেও দেশে ঘটনাবলী যা ঘটছে তাতে কারও না বোঝার কারণ নেই যে এই ক্ষতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরকেও ছাড়িয়ে যাবে

এতো গেল দুটো বড় মাপের ঘটনা যা ঢাকতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী 'গমের মধ্যে রাজনীতি' আর জ্বালানি মন্ত্রী 'কেরোসিন আর বিমানের জ্বালানি এক দর' এই বলে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা নেন। তবে অন্য ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, সরকারি কোনো কার্যক্রম কমিশন ছাড়া পাওয়া যায় না। আর এ সকল কার্যক্রম বন্টন হয় সম্পূর্ণ দলীয় ভিত্তিতে। সরকারি চাকরি পেতেও বিভিন্ন অঙ্কের টাকা দিতে হয়। এবার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেন এ অর্থ সহজে আদায় করা যায় সে কারণে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০ থেকে বাড়িয়ে ৩০ করা হয়েছে। আর পুলিশের এসআই পোস্টের দাম উঠেছে চার/পাঁচ লাখ টাকা। এই পোস্টগুলো নাকি মন্ত্রী-এমপিদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী লেনদেনও শুরু হয়েছে।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়নি
বীমা, সিমেন্ট, রিরোলিং মিল, সিগারেট, হোটেল, রেস্তোরাঁ, কমিনিউটি সেন্টার কর ফাঁকি দিচ্ছে
ব্যাংকের খেয়ালিপনা, PSI সার্ভিস চার্জ সরকারি কোষাগারে যথাযথ জমা হচ্ছে না
২৮ জুন : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ঘোষণা : অর্থায়নে বড় বাধা বকেয়া পৌর কর
৩১ জুলাই : চট্টগ্রামে দুর্নীতির কারণে ৪ শতাধিক দুর্নীতির মামলা ঝুলে আছে
বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বকেয়া ঋণের হিসাব নিয়ে গড়িমসি করছে
২৬ জুলাই : অসাধু ব্যবসায়িক কর্মকান্ড
পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও প্রেট্রোবাংলা এখন কর খেলাপি
২৩ জুলাই : ৮২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ফল শূন্য
২১ জুলাই : কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পরিচালক গ্রেপ্তার
ডেসার কাছে পিডিবির পাওনা ৪৬০০ কোটি টাকা আদায় হচ্ছে না
২০ জুলাই : নিম্নমানের সার : ধ্বংস হচ্ছে কৃষি জমি, প্রতারিত কৃষককুল
তীব্র অর্থসংকটে পেট্রোবাংলা
১৮ জুলাই : রাজধানীর দুট চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা
১৬ জুলাই : চট্টগ্রামের সিটি মেয়র মহিউদ্দিনের দুর্নীতি মামলায় জামিন লাভ
১৫ জুলাই : ৩৭টি লোকসানি ব্যাংক শাখা রাতারাতি লাভজনক
টিকিট জালিয়াতির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ চক্র আত্মসাৎ করছে লাখ লাখ টাকা
১৪ জুলাই : চট্টগ্রামে চলছে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, সিডিএ'র ব্যর্থতার দায় বাড়ছেই
১৩ জুলাই : স্যাটেলাইটিক কনভার্টার ছাড়াই গাড়ি আমদানি
আদমজীর গায়েব হওয়া ৯০০ ফাইল উদ্ধার
১১ জুলাই : দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক সমস্যা, চট্টগ্রামে ৪ শতাধিক মামলা
১০ জুলাই : চট্টগ্রাম সিটি মেয়রের বিরুদ্ধে ৪টি দুর্নীতি মামলা
৬ জুলাই : ছয় কোটি টাকা আত্মসাতের দায়ে পিরোজপুরে ৬১ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ
২ আগস্ট : সাজেদা চৌধুরী ও ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা
৫ আগস্ট : পাবনা ও বগুড়ার গুদামে ভারতীয় গম : তদন্ত কমিটি গঠন
৬ আগস্ট : গম কেলেঙ্কারির অভিযোগে ২ গুদাম কর্মকর্তা সাসপেন্ড
হাসপাতালে বিষাক্ত ও ভেজাল স্পিরিট সরবরাহ, রোগীর জীবন বিপন্ন
৭ আগস্ট : বিপুলসংখ্যক বিদেশী অবৈধভাবে কর্মরত
৮ আগস্ট : স্থানীয় সরকার পুরোটাই অপচয়, টাকা পেয়েই পাজেরো কেনে আর ভাগাভাগি করে– অর্থমন্ত্রী
৯ আগস্ট : গম ক্রয়ে দুর্নীতি : এক সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠিত
ব্যাংকের ৩০০ কোটি টাকা নিয়ে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর উধাও হওয়ার ঘটনা : তদন্তের নির্দেশ
১০ আগস্ট : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা : আবারও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ
১১ আগস্ট : ওম প্রকাশের উধাও হওয়ার ঘটনায় সরকারের শীর্ষ মহলে তোলপাড়
বগুড়ার গুদামে পাওয়া গেছে খাওয়ার অযোগ্য ভারতীয় গম
১৪ আগস্ট : রাতের অন্ধকারে বগুড়ার গুদামের তালা ভেঙে ভারতীয় গম সরিয়ে ফেলা হয়েছে
ওমবাবুর কেলেঙ্কারি : ব্যাংকের শেয়ার দর পড়ে গেছে
১৫ আগস্ট : পচা গম নিয়ে কেলেঙ্কারি : শীঘ্র তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ
১৬ আগস্ট : জনশক্তি রপ্তানিতে প্রতারণা সম্পর্কে বায়রা'র সতর্কীকরণ
১৭ আগস্ট : দুটি কারখানার কাজ বন্ধ রাখায় জাপান ও চীনের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া
১৯ আগস্ট : সরকারি গুদামগুলোতে খাওয়ার অযোগ্য গম সরবরাহ করা হয়েছে
২১ আগস্ট : কোনো কোনো বিচারকদের মধ্যে দুর্নীতি ঢুকেছে- আইনমন্ত্রী
২২ আগস্ট : গম ক্রয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু কোনো নির্দেশ আসেনি
বই কেনা নিয়ে তেলেসমাতি : বই লেখেননি অথচ লেখকের তালিকায় নাম জুড়ে দেয়া হয়েছে দুই প্রতিমন্ত্রীর
গম কেলেঙ্কারিতে আমি জড়িত নই- এমপি হেলাল
২৩ আগস্ট : গম কেলেঙ্কারি : হেলালকে প্রধানমন্ত্রীর ভর্ৎসনা
সরকারি ব্যাংক থেকে মানুষ টাকা নিয়ে ফেরত দেয় না মেরে দেয়– বহু বিপদে আছি
২৫ আগস্ট : প্রশ্নপত্র তৈরি মামলায় ঠাকুরগাঁওয়ে ৪৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ
২৮ আগস্ট : রিপোর্ট পেশ : অধিকাংশ ভারতীয় গম
২৯ আগস্ট : গম কেলেঙ্কারি : টাঙ্গাইলে তদন্ত কমিটি হয়নি
৩০ আগস্ট : দুর্নীতিতে বাংলাদেশ শীর্ষে
৩১ আগস্ট : ভোজ্য তেলের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে প্রতি সপ্তাহে দাম বাড়ানো হচ্ছে

ফুয়েল না দিলে ফাইল নড়ে না

এ কথাগুলো ছিল বিগত সংসদে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উক্তি। এই কথাটি কত মর্মান্তিকভাবে সত্য জোট সরকারের আমলে যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। বিশেষ করে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং সর্বোপরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্মকান্ডে এই বিষয়টি বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এর বাইরে নয়। চাঁদির ছোয়া না পেলে এসব মন্ত্রণালয়ের কোনো কিছুই নড়ে চড়ে না।

অথ : সোনার মুকুট ও মন্ত্রীর মেয়ের বিয়ে

বিএনপি জোট শাসনে এমপি-মন্ত্রীরা তাদের এই দুর্নীতিবাজ কার্যকলাপ নিয়ে কেনো লুকোছাপা করছেন না। নৌপরিবহন মন্ত্রী সম্পর্কিত দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ ২১৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা হারালেও তার কিছুই হয়নি। বরং নৌপরিবহন মন্ত্রী তার ঐ দুর্নীতির পক্ষে সাফাই গেয়েছেন।

রাজশাহীর এমপি কলেজের দেয়া সংবর্ধনা সভায় 'সোনার মুকুট' উপহার নিয়েছেন। তার জন্য চাঁদাবাজির শিকার হয়ে স্থানীয় একটি বিড়ির কারখানা তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। আর স্বাধীনতা-উত্তরকালের চার খলিফার এক খলিফা মন্ত্রী তার মেয়ের বিয়েতে কৌশন-চৌকি বসিয়েছিলেন সতেরো দিনের জন্য। মন্ত্রিপাড়া ঝলমল করেছে ঐ আলোকসজ্জায়। সেনাকুঞ্জে বিয়ের আসরে সাত হাজার আমন্ত্রিত অতিথির জন্য এক রাতে খরচ হয়েছে পনেরো লাখ টাকা। এ টাকা মন্ত্রী কোথায় পেয়েছিলেন তার সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী বন বিভাগের একেকটি রেঞ্জ থেকে বিয়ের উৎসবের একেক খরচ বহন করা হয়েছে।

দুর্নীতির হ্যাটট্রিক

এটা তাই ধারণা করা স্বাভাবিক যে, টিআই ২০০২ সালের দুর্নীতির বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ২০০৩ সালের দুর্নীতির ধারণা সূচক তৈরি করবেন, তাতে বাংলাদেশের স্কোর সর্বনিম্নই থাকবে। অর্থাৎ দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্থান হবে শীর্ষে। বারে বারে তিনবার এভাবেই দুর্নীতিতে হ্যাটট্রিক করবে বাংলাদেশ।

পুলিশের এসআই পোস্টের দাম উঠেছে চার/পাঁচ লাখ টাকা। এই পোস্টগুলো নাকি মন্ত্রী-এমপিদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী লেনদেনও শুরু হয়েছে